তারিখ 10 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

উপবৃত্তির টাকা লুটপাট

শিক্ষা খাতে উপবৃত্তির টাকা লুটপাট হওয়া উদ্বেগজনক। কৌতূহলের বিষয় হল, টাকা লুটপাটের খোঁজ কোন সরকারি সংস্থা অথবা দুর্নীতি দমন কমিশন ফাঁস করেনি; বরং এ খবর বেরিয়ে এসেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অনুসন্ধানে। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু হয় ২০০৮ সালে, যার মেয়াদ ২০১৪ সাল পর্যন্ত। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২২২ কোটি টাকা। সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে দেয়া হবে ১৯০ কোটি ৩৭ লাখ এবং বিশ্বব্যাংক থেকে ১ হাজার ৩১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। এর আওতায় সারাদেশে ১২৫টি উপজেলায় ৬ হাজার ৭৮১টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদানসহ ৮ ধরনের সহায়তা দেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি ও বেতন সুবিধা প্রদানসহ ইংরেজি ও গণিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বইপড়া কর্মসূচি এবং আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান। মাঠ পর্যায়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বইপড়া কর্মসূচি চালু করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে আনে। বাস্তবে দেখা যায়, অনেক স্থানে আদৌ কোন স্কুলের অস্তিত্ব নেই। কোথাও স্কুল থাকলেও চালু নেই শিক্ষা কার্যক্রম। কোন স্কুলের উপজেলা মাধ্যমিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কোথাও প্রধান শিক্ষককে পাওয়া গেলেও কোন শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। কোথাওবা স্কুল থাকলেও পরিদর্শনের দিন পাওয়া যায়নি কোন শিক্ষার্থী। সর্বশেষ হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষার্থী দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। মাঠ পর্যায়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অনুসন্ধানসহ প্রতিবেদন প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত ৬৬টি স্কুলের সব ধরনের বিতার বন্ধ রাখার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে সেকায়েপ পরিচালকের পক্ষ থেকে। তবে এতদিন পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ কোথায় কিভাবে ব্যয় হল, তার কোন হদিস নেই।

সেকায়েপ প্রকল্পটি একটি গণমুখী শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প। সংশ্লিষ্ট পরিচালকের ভাষ্যমতে, প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজ ভালোভাবে চলছে এবং এর অগ্রগতিও ভালো। তবে ভালোর প্রমাণ যদি হয় আদৌ কোন স্কুলের অস্তিত্ব না থাকা অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা কেবল প্রধান শিক্ষকের বাইরে কোন শিক্ষার্থী না থাকা, তাহলে একে ভালো অথবা সন্তোষজনক অগ্রগতি বলা যাবে কি? ভালোই যদি হয়, তাহলে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ৬৬টি স্কুলের অনুদান বন্ধ করতে হল কেন? উপর্যুপরি বছরের পর বছর ধরে বরাদ্দকৃত এত বিপুল অর্থ গেল কোথায়? এ সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা কী বলবেন? গরিব শিক্ষার্থীদের হক যারা মেরে খেলেন, তাদের কী হবে? সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক যদি কোন ব্যবস্থা নেয়, তাহলে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে, এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান করে উপবৃত্তির অর্থ লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা। তা না হলে ব্যাহত হবে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম।